পথের সঞ্চয় নিয়ে
রাজীব সরকার

পথে যা পেয়েছি-মোঃ আনিসুর রহমান
ফেব্রুয়ারি ২০০৪-অ্যাডর্ন পাবলিকেশন,
ঢাকা-প্রচ্ছদ : সমরজিতঃ রায় চৌধুরী-১৮২

আত্মজীবনী শুধু ব্যক্তির নয়, তার সময়েরও দলিল। অর্থনীতিবিদ ও রবীন্দ্রসঙ্গীতশিল্পী মোঃ আনিসুর রহমান তার আত্মজীবনী পথে যা পেয়েছির দ্বিতীয় পর্বে জীবনের সমান্তরালে বাংলাদেশের শৈশবকে চিহ্নিত করেছেন। ১৯৭২-৭৫ সাল পর্যন্ত একটি অস্থির সময় পার করেছে বাংলাদেশ। যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশ, নব্য স্বাধীন জাতীর গগনচুম্বি প্রত্যাশা, শাসক গোষ্ঠির দুর্বলতা, মূল্যবোধ ও নৈতিকতার অবক্ষয়, মুক্তিযোদ্ধাদের একাংশের বিচ্যুতি, কোনো কোন রাজনৈতিক দলের চরম হটকারীতা, স্বাধীন দেশটিকে নিয়ে বহির্বিশ্বের মাধাব্যথা-এসব বঙ্গবন্ধুর শাসনামলকে প্রভাবিত করেছে তীব্রভাবে। সদ্য স্বাধীন দেশের গঠনপর্বে যারা বিশেষ উদ্যোগী তাদের একজন লেখক আনিসুর রহমান। প্রথম পরিকল্পনা কমিশনে তিনি যোগ দেন নিতান্ত অনিচ্ছায়। সেখানে কাজ করতে গিয়ে তিনি হতাশ হয়েছেন কিন্তু চলে আসতে পারেননি বঙ্গবন্ধুর অনুরোধের কারণে। পরবর্তী সময়ে তিনি দৃঢ়তার সঙ্গেই কমিশন ছেড়ে চলে আসেন।

মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে জন্ম লাভ করা বাংলাদেশের সুষ্ঠু পরিকল্পনার মধ্য দিয়ে পুনর্গঠণ ও উন্নয়নের পথে এগিয়ে যাবে এমন প্রত্যাশাই ছিল স্বাভাবিক। কিন্তু লেখক জানাচ্ছেন কত প্রতিকুলতা তখন জেঁকে বসেছে চরপাশে। পরিকল্পনা কমিশনের সদস্য হিসেবে তিনি অনেক গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশ করেছিলেন, যেগুলোর প্রায় কোনোটিই আমলে নেওয়া হয়নি। স্বাধীনতার পর যথার্থ উপলব্ধি থেকেই তিনি সরকারকে কৃচ্ছ্রসাধনের প্রস্তাব দিয়েছিলেন। পেট্রল ও গাড়ীর খরচ কমাতে বলেছিলেন। ধনী-দরিদ্রের বৈষম্য তখন প্রকট হয়ে উঠেছিল। কমিশনের ডেপুটি চেয়ারম্যানের কাছে যে নোট তিনি দিয়েছিলেন তার সর্বশেষটি বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ বোজার ক্ষেত্রে খুবই প্রাসঙ্গিক ঃ ‘মোটামুটিভাবে আমার একটা ধারণা হচ্ছে যে, গত দশ মাসে দেশে কী হয়েছে এ সম্বন্ধে ঢাকার এলিটবর্গ বিস্মৃতির গর্ভে। বাংলাদেশের সচেতন জনগন যারা দেশমুক্তির জন্য বীরের মতো সংগ্রাম করেছে এবং রক্ত দিয়েছে তারা আমাদের সত্যিকার বুঝে জেগে উঠবার জন্য খুব বেশী সময় দেবে না।’ (পৃ-২৩)

নিজেকে ব্যর্থ পরিকল্পনাবিদ হিসেবে অভিহিত করেছেন লেখক। তবে ব্যর্থতা তার একার নং, গোটা পরিকল্পনা কমিশন এবং রাষ্ট্রযন্ত্রই তখন ব্যর্থ হয়েছিল জাতীর হৃদস্পন্দন অনুভব করতে। আমাদের স্বাধীনতার দুই কান্ডারী বঙ্গবন্ধু ও তাজউদ্দীন আহমদের মধ্যে দূরত্ব স্পষ্ট হয়ে গেল বৈদেশিক সাহায্যের প্রশ্নে। পাশাপাশি স্তাবক ও মুক্তিযুদ্ধের মর্ম বুঝতে অক্ষম রাজনীতিবিদের প্ররোচনাও বঙ্গবন্ধুকে জনগন থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিল। লেখক বিশ্বাস করতেন এই হতাশাচ্ছন্ন জাতিকে পথ দেখানোর নির্দেশনা বঙ্গবন্ধুই দিতে পারতেন, তার নির্দেশে যাবতীয় ত্যাগের জন্যই প্রস্তুত ছিল জাতী। কিন্তু যে কারিশমা ও নেতৃত্ব তিনি স্বাধীনতা আন্দোলনে দেখিয়েছিলেন, স্বাধীন দেশে তার পুনরাবৃত্তি ঘটাতে ব্যর্থ হলেন। ফলে দেশের প্রতিটি ক্ষেত্রেই দেখা দিল

বিশৃঙ্খলা। শিক্ষাঙ্গনও বাদ রইলনা। ডাকসুর নির্বাচন, পরীক্ষা পেছানোর দাবি পাশ করানের দাবিকে কেন্দ্র করে ছাত্রদের নৈতিক শক্তি ও ক্ষয়িষ্ণু মূল্যবোধ উভয়েরই জীবন্ত বর্ণনা রয়েছে এই বইয়ে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে নিজের কর্মস্থল অর্থণীতি বিবাগেও তিনি হতাশায় ভুগেছেন শিক্ষক রাজনীতি, যোগ্যকে ডিঙিয়ে অযোগ্যের পদোন্নতি হওয়া সহ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এমন কিছু অন্ধকার দিক তিনি তুলে ধরেছেন, যা প্রাচ্যের অক্সফেঅর্ডের জন্য খুবই অবমাননাকর। '৭৪-এ দেখা দেয় দুর্ভিক্ষ। এ নিয়েও দেশে-বিদেশে রাজনীতি কম হয়নি। ছাত্রদের নিয়ে দেশের বিভিন্ন স্থানে ত্রান নিয়ে যান। কিছু সহমর্মী শিক্ষকও তার সঙ্গে যোগ দেন। এক পর্যায়ে তিনি ব্যাংকক চলে যান এশিয়ান ইনস্টিটিউটে কাজ করার জন্য। সেখান থেকে ১৯ আগস্ট তার ফেরার কথা। এরই মধ্যে ১৫ আগস্ট বঙ্গবন্ধু সপরিবারে নিহত হলেন। নিজের ভাষায় 'কাপুরুষ মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবী' হয়ে বিদেশে থেকে গেলেন অনেক দিন। এমন কাপুরুষতা সম্ভবত তৎকালীন বাঙ্গলির অধিকংশের মধ্যেই ছিল। তা না হলে দেশটি দ্রুত মুক্তিযুদ্ধবিরোধী চেতনার দিকে ফিরে তাকাতো কীভাবে?

উপসংহার বঙ্গবন্ধুর নির্মোহ মূল্যায়ন করেছেন তিনি। স্তুতি বা নিন্দাবাদ এড়িয়ে ইতিহাসে শেখ মুজিবের উচ্চতম আসন ও তার পতনের কারন তিনি চিহ্নিত করেছেন। পরিশিষ্টে নিজের সঙ্গীতজীবনের উপর সামান্য আলোকপাত করেছেন। দেবব্রত বিশ্বাস, সুচিত্রা মিত্র, ফিরোজা বেগমের মতো কিংবদন্তি শিল্পীর সঙ্গে তার মধুর স্মৃতির অসামান্য বয়ান দিয়েছেন। তিন বছরের পথের সঞ্চয় নিয়ে আনিসুর রহমানের পথে যা পেয়েছি দ্বিতীয় পর্ব। পরবর্তী সময় থেকেও আজ পর্যন্ত তিনি ঘটনাবহুল জীবন অতিক্রম করছেন। সেই জীবনের কথা শোনার অপেক্ষায় আমরা রইলাম।